# এইচ এস সি বাংলা

## নেকলেস মূল : গী দ্য মোপাসাঁ [অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার]

**প্রশ্ন ▶১** 'বিবর্তন' সংস্কৃতিকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দুটো উপদেশ দিলেন—

i. উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতার কারণে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কাজ করো না। তা তোমাদের বিপদে ফেলবে এবং আজীবন তোমাদের অসুখী করবে।

ii. সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে, পরিণামে দুঃখ পেতে হয়। *[চা. বো.; দি. বো.; সি. বো.; য. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. মি. লোইসেল ও তার স্ত্রী ঋণ পরিশোধের জন্য কত বছর কষ্ট করেছিলেন? ১

খ. লোইসেলের মনে সর্বদা দুঃখের ছায়া থাকে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম উপদেশ 'নেকলেস' গল্পের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের উপদেশ দুটো 'নেকলেস' গল্পের জীবন দর্শনকে ধারণ করেছে"— এ মন্তব্য কতটা যৌক্তিক? মূল্যায়ন করো। ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** মি. লোইসেল ও তার স্ত্রী ঋণ পরিশোধের জন্য দশ বছর কষ্ট করেছিলেন।

**খ** দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ ও কেরানির সাথে বিয়ে হওয়ায় বিলাসী জীবন কাটাতে পারে না বলে লোইসেলের দুঃখ হতো।

মাদাম লোইসেল অপূর্ব সুন্দরী তরুণী হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়েছে এক দরিদ্র কেরানির সাথে। তার জীর্ণ বাসগৃহে ছিল দারিদ্রের ছাপ। ধনী রমণীদের মতো কোনো দামী কাপড় বা জড়োয়া গয়নাও তার ছিল না। কিন্তু সে ভাবত, পৃথিবীর যাবতীয় সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার উপকরণ ব্যবহার করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় মাদাম লোইসেলের দুঃখ হতো।

**গ** উদ্দীপকের প্রথম উপদেশ 'নেকলেস' গল্পের লোইসেল দম্পত্তির জীবনের করুণ পরিণতির দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের ছিল উচ্চাভিলাসী মনোভাব ও নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার ইচ্ছা। তাই বলনাচের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ধনী বান্ধবীর কাছ থেকে তিনি হীরার হার ধার করে আনেন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালে মাদাম লোইসেল বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হারটি হারিয়ে ফেলেন। সেই হারানো হীরার হার ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি ও তার স্বামী যে ঋণ করেন, তা পরিশোধ করতে তাদের দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্দীপকের 'বিবর্তন' সংস্কৃতিকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছাত্রদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ না করতে পরামর্শ দেন। এ ধরনের কাজ মানুষকে বিপদে ফেলে। তাঁর এই উপদেশের মধ্যে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে যে পরিণতি হয়েছিল, তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে বল নাচের অনুষ্ঠানে বান্ধবীর কাছ থেকে তিনি যে ব্যবহারের জন্য হারটি ধার করে আনেন, তা তিনি হারিয়ে ফেলেন। সেই হারানো হারের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয় মি. ও মাদাম লোইসেলকে। অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে কথাই বলা হয়েছে উদ্দীপকের প্রধান অতিথির উপদেশের মধ্য দিয়ে।

**ঘ** "উদ্দীপকের উপদেশ দুটো 'নেকলেস' গল্পের জীবন দর্শনকে ধারণ করেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ অর্থেই যৌক্তিক।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের ভয়াবহতার মুখোমুখি হন। জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তিনি বান্ধবীর কাছ থেকে একটি হার ধার করেন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালে সেই হার হারিয়ে ফেলেন তিনি। বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হার হারিয়ে তা ফেরত দিতে অনেক ঋণ করতে হয় তাদের। পরবর্তীতে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে ও তার স্বামীকে দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্দীপকের 'বিবর্তন' সংস্কৃতিকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের দুটো উপদেশ দেন। প্রথমটি হলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ না করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিজেকে সুখী করা। তাঁর মতে, এই উপদেশ বাণী দুটি না মানলে মানুষ নানারকম বিপদে পড়বে ও তাদের সুখী হওয়ার পথে নানারকম বাঁধা সৃষ্টি করবে। এই অত্যুগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে বিপদে পড়ার বিষয়টিই 'নেকলেস' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার কারণে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিজেকে আকর্ষণীয় ও ধনী হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বান্ধবীর কাছ থেকে হার ধার করে আনেন। কিন্তু সেই হার হারিয়ে তা ফেরত দিতে তাকে ও তার স্বামীকে অনেক ঋণ করতে হয়। সেই ঋণ শোধ করতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবে, তিনি যদি সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন তাহলে এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না। মাতিলদা যদি তার সামর্থ্য অনুযায়ী চাহিদা সীমিত রেখে জীবন-যাপন করতেন, তাহলে তিনি সুখী হতে পারতেন। আলোচ্য গল্পের মাতিলদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যের চেয়ে অধিক পরিমাণ চাহিদার উদ্দীপকের প্রধান অতিথির উপদেশ দুটোর অভিন্ন চেতনার ধারক। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶২** রফিকের সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও শান্তিতেই ছিল তারা। কিন্তু লোভে পড়ে উপরি পাওনার আশায় কোম্পানির মালামাল পাচারে সহযোগিতার দায়ে দারোয়ানের চাকরিটা চলে যায় তার। সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। বাধ্য হয়ে রফিকের স্ত্রী কল্পনাকে পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে হয়। অধিক রাত অবধি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সে ঘরে ফেরে। তার চেহারায় মলিনতার ছাপ দেখে কষ্ট পায় রফিক। তবে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারে না। কারণ সে জানে, এ শাস্তি তার নিজের কর্মদোষেই পাওয়া। তাই সে অন্য কাউকে দোষ দিতে পারে না। *[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. মাদাম লোইসেলের স্বামী কোথায় চাকরি করত? ১

খ. মাদাম লোইসেলকে দেখলে বয়স্কা বলে মনে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কল্পনার সাথে 'নেকলেস' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্প একই বৃক্ষের দুটি ফল"— মূল্যায়ন করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** মাদাম লোইসেলের স্বামী শিক্ষা পরিষদের অফিসে চাকরি করত।

**খ** বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হার হারিয়ে তা ফেরত দিতে দশ বছর ধরে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ও অপরিমেয় পরিশ্রম করার কারণে মাদাম লোইসেলের শরীর ভেঙে পড়েছিল বলে তাকে রয়স্কা মনে হত।

Teachingbd24.com

'নেকলেস' গল্পে বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করে আনা হীরার নেকলেস হারিয়ে ফেলে মাদাম লোইসেল। সেই নেকলেস ফেরত দিতে গিয়ে লোইসেল ও তার স্বামীকে ব্যাপক ধার-দেনার সম্মুখীন হতে হয়। এই দেনা শোধ করার জন্য তাদেরকে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন বেছে নিতে হয়। প্রতিনিয়ত ঘরের সব কঠিন ও খাটুনির কাজগুলো করতে করতে মাদাম লোইসেলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তা, অমানুষিক পরিশ্রম ও দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের জন্য মাদাম লোইসেলের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। অল্প বয়সে চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়ার কারণেই তাকে দেখে বয়স্কা বলে মনে হয়।

**গ** উদ্দীপকের কল্পনার সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল বা মাতিলদা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

অতিলোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে তারই প্রতিফলন ঘটেছে 'নেকলেস' গল্পে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র মাতিলদা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা নেকলেসটি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তার সহজ-স্বাভাবিক জীবন দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের কল্পনার স্বামী রফিকের দুর্নীতির কারণে চাকরি চলে গেলে তাদের সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। কল্পনা বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নেয়। রাত-দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে তার চেহারায় মলিনতার ছাপ ফুটে ওঠে। আলোচ্য গল্পের মাতিলদা এবং তার স্বামীও প্রচুর ধার-দেনার সম্মুখীন হয়। ধনী বান্ধবীর কাছ থেকে হীরার নেকলেস ধার করে এনে হারিয়ে ফেলে মাদাম লোইসেল। আর সেই নেকলেস ফেরত দিতেই ধার করতে হয় তাদের। এই ধার শোধ করতে গিয়ে মাতিলদাকে ঘরের সকল কাজ ও বাইরের অন্যান্য পরিশ্রমের কাজগুলো প্রতিনিয়ত করতে হয়। দশ বছর ধরে এমন ভয়াবহ দারিদ্র্য সহ্য করায় মাতিলদার চেহারায় অল্প বয়সেই বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে পরিশ্রমে জর্জরিত হয়েই কল্পনা ও মাতিলদার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

**ঘ** লোভ ও বিলাসী জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাজাত করুণ পরিণতি 'নেকলেস' গল্পের বাণীরূপ লাভ করেছে।

'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা সর্বদা উচ্চাভিলাসী স্বপ্নে বিভোর থাকত। জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে হীরার নেকলেস পরা তার সাধ্যের বাইরে ছিল। তবুও সে বান্ধবীর কাছ থেকে হীরার নেকলেস ধার করে। পরবর্তীতে সেই নেকলেসটি হারিয়ে ফেলায় তার জীবনে নেমে আসে দুঃসময়। হার ফেরত দিতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন বেছে নিতে হয় তাকে। মূলত, সাধ্যের বাইরে শখ করার জন্যই তাকে এই করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

উদ্দীপকের কল্পনা ও রফিকের সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও শান্তি ছিল। কিন্তু লোভে পড়ে কোম্পানির মালামাল পাচারে সহযোগিতার দায়ে রফিকের চাকরি চলে যায়। এরপর চরম দারিদ্র্য নেমে আসে তাদের সংসারে। তার স্ত্রীকে অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে হয়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চেহারায় মলিনতার ছাপ পড়ে। যেহেতু নিজের কর্মদোষেই স্ত্রীর এই কষ্ট, তাই রফিক মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের দিন কাটত নানারকম বিলাসী চিন্তায় মগ্ন থেকে। সে এমন এক উচ্চাভিলাসী জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখত যা তার জন্য সত্য হওয়া সম্ভব ছিল না। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মাতিলদা জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে বান্ধবীর কাছ থেকে একটি হীরার নেকলেস ধার নিয়েছিল যা পরবর্তীতে হারিয়ে ফেলে সে। হারানো হারটি ফেরত দিতে গিয়ে তাকে এক কঠিন জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়। উদ্দীপকের রফিককেও উচ্চাভিলাসী জীবনযাপনের জন্য অন্যায় করতে দেখা যায়। সেই অন্যায়ের কারণে চাকরি চলে গেলে তাকেও দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। বস্তুত সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বিলাসী জীবনযাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের পরিণতিকে একই সমতলে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই বলা যায়, "উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্প একই বৃক্ষের দুটি ফল"— মন্তব্যটি সঠিক।

**প্রশ্ন ▶৩** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বাংলা ছোটগল্পের গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাওয়া যায়—

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

ছোটগল্পের এমন চমৎকার সংজ্ঞা আর কেউ দেননি।

*[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. মন্ত্রিসভার সব সদস্যের মাদাম লোইসেলের সঙ্গে কোন নৃত্য করতে ইচ্ছে হচ্ছিল? ১

খ. মাদাম লোইসেল দরিদ্র জীবনের ভয়াবহতা কীভাবে বুঝতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের 'নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ' 'নেকলেস' গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য 'নেকলেস' গল্পে কোথাও বিঘ্নিত হয়নি"— মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার অভিমত যুক্তিসহকারে তুলে ধরো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মন্ত্রিসভার সব সদস্যের মাদাম লোইসেলের সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

**খ** বল নাচের অনুষ্ঠানে বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হার হারিয়ে ফেলার পর তা শোধ করতে গিয়ে মাদাম লোইসেল দরিদ্র জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে।

মাদাম লোইসেল তার বান্ধবীর হার হারানোর ফলে ভীষণ বিচলিত হয়। ওই হার তাকে ক্রয় করে দিতে লোইসেলকে মোটা অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বিশাল ঋণের অর্থ শোধ করার জন্য দাসীকে বিদায় করে নিজে কাজ করা, বাসা পরিবর্তন, নিচু ছাদের কামরা ভাড়া করে ঘরের কঠিন সব কাজ নিজে করা, বাজারের ঝুড়ি টানা ইত্যাদি কঠিন পরিশ্রমের কাজ করায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ফলে তাকে বয়স্কা মনে হতে থাকে। এমন পরিশ্রম করেই মাদাম লোইসেল দরিদ্র জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে।

**গ** 'নেকলেস' গল্পের কোথাও কোনো তত্ত্বকথা বা উপদেশবাণী না থাকার মাধ্যমে নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ কথাটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ছোটগল্পের বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে জীবনের ছোট ছোট সামান্য দুঃখ কথা, সহজ সরল মানুষের নিত্য দিনের দিনযাপনের গ্লানিকে উপজীব্য করে। তার শুরু ও শেষ নাটকীয়তায় ভরপুর। তত্ত্ব কথা ও উপদেশ ছাড়া কাহিনী শেষ হয় অতৃপ্তির মনবেদনা নিয়ে। ছোট গল্পের এই দিকগুলোই 'নেকলেস' গল্পে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'নেকলেস' গল্পটি ফরাসি ভাষায় রচিত একটি ছোটগল্প। এর কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে দরিদ্র মাতিলদা ও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প। বলা হয়েছে তার বল নাচের অনুষ্ঠানে যাবার জন্য বান্ধবীর কাছ থেকে হার ধার এনে তা হারিয়ে হতাশ হওয়ার কথা। ঋণ করে হার ফেরত দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে পরবর্তীতে জানতে পারল হারটা নকল ছিল। এখানে কোনো উপদেশ বা তত্ত্বকথা ছিল না, উদ্দীপকের মর্মবাণীটিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় গল্পে।

https://teachingbd24.com

**ঘ** 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদা ও তার স্বামীর সহজ-সরল জীবন ও সে জীবনে বিলাসিতার কারণে নেমে আসা দারিদ্র্যের ভয়াবহতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বাংলা ছোটগল্পের গঠন-প্রকৃতির অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ছোটগল্পে ঠাঁই পাবে মানবজীবনের ছোট ছোট দুঃখ কথা, প্রত্যহ ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনার মধ্য থেকে একটি সাদামাঠা ঘটনা, সেখানে থাকবে না বর্ণনার বাহুল্য; তত্ত্বকথা বা উপদেশ বাণী দ্বারাও তা ভারাক্রান্ত হবে না। কিন্তু কাহিনীর সমাপ্তিতে মনে অতৃপ্তির বেদনা গুমরে উঠবে। ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্য 'নেকলেস' গল্পে অক্ষুন্ন রয়েছে লেখকের শৈল্পিক বর্ণনার দক্ষতায়।

'নেকলেস' গল্পটি বর্ণিত হয়েছে মাতিলদা ও তার স্বামী লোইসেলের সহজ সরল জীবনকে কেন্দ্র করে। স্ত্রীর মনবেদনা দূর করতে লোইসেল অনেক কষ্ট করে একখানা নিমন্ত্রণপত্র যোগাড় করে আনে 'বল' নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। কিন্তু মাতিলদার ভালো পোশাক বা গয়না না থাকায় সে বান্ধবী মাদাম ফোরস্টিয়ার কাছে গয়না ধার করতে যায়। ফোরস্টিয়ার অকপটে বান্ধবীকে গয়না ধার দেয়। মাতিলদা হীরার গয়না পরে 'বল' নৃত্যে অংশ নেয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় গয়না হারিয়ে। ওই গয়নাটি খাঁটি ভেবে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে হীরার হার কিনে মাতিলদা বান্ধবীর কাছে দায় মুক্ত হয়। তারা স্বামী-স্ত্রী কঠোর পরিশ্রম করে জীবনে সুসময় ফিরিয়ে আনে। সামান্য হীরার হার তাদের জীবনে অসামান্য বেদনা সঞ্চার করে। গল্পের এই সরল কাহিনীতে নেই কোনো তত্ত্বকথা বা উপদেশ, তবুও গল্পটি পাঠকের মনে অসাধারণ ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে । তাই এ গল্পে উদ্দীপকের ছোটগল্পের সব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'নেকলেস' গল্প আশ্চর্য সুন্দর সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রচিত। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জননন্দিত। সামান্য হীরার নকল হার পাঠকমনে অপার কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকের বর্ণিত ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য 'নেকলেস' গল্পে কোথাও বিঘ্নিত হয়নি"— মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৪** আনন্দময়ী বিদ্যানিকেতনের প্রবীণ শিক্ষক 'সাড়ে তিন হাত জমি' গল্পটি পড়ানো শেষে ছাত্রদের দুটি উপদেশ দেন।

**উপদেশ-১:** উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করো না, যা তোমাদের বিপদে ফেলতে পারে।

**উপদেশ-২:** সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলেই নিজেকে সুখী ভাবা যায়। *[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. 'ও কী ভালো মানুষ!' কার সম্পর্কে মর্সিয়ে লোইসেল একথা বলেছেন? ১

খ. মাদাম লোইসেলের মনে সর্বদা দুঃখ বিরাজ করত কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ২ নম্বর উপদেশ 'নেকলেস' গল্পের কোন দিকটির ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উপদেশ দুটি 'নেকলেস' গল্পের চেতনাকেই ধারণ করে।" —উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'ও কি ভালো মানুষ।'— মাদাম লোইসেল সম্পর্কে মর্সিয়ে লোইসেল কথাটি বলেছেন।

**খ** বিলাসী জীবন কাটাতে পারে না বলে লোইসেলের মনে সর্বদা দুঃখ বিরাজ করতো।

মাদাম লোইসেল অপূর্ব সুন্দরী তরুণী হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়েছে এক দরিদ্র কেরানির সাথে। তার জীর্ণ বাসগৃহে ছিল দারিদ্র্যের ছাপ। ধনী রমণীদের মতো কোনো দামী কাপড় বা জড়োয়া গয়নাও তার ছিল না। কিন্তু সে ভাবত, পৃথিবীর যাবতীয় সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার উপকরণ ব্যবহার করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় মাদাম লোইসেলের দুঃখ হতো।

**গ** উদ্দীপকের প্রথম উপদেশ 'নেকলেস' গল্পের লোইসেল দম্পত্তির জীবনের করুণ পরিণতির দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের ছিল উচ্চাভিলাষী মনোভাব ও নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার ইচ্ছা। তাই বলনাচের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ধনী বান্ধবীর কাছ থেকে তিনি হীরার হার ধার করে আনেন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালে মাদাম লোইসেল বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হারটি হারিয়ে ফেলেন। সেই হারানো হীরার হার ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি ও তার স্বামী যে ঋণ করেন, তা পরিশোধ করতে তাদের দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্দীপকের আনন্দময়ী বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ না করতে পরামর্শ দেন। এ ধরনের কাজ মানুষকে বিপদে ফেলে। তাঁর এই উপদেশের মধ্যে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে যে পরিণতি হয়েছিল, তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যতটুকু সাধ্য সে অনুযায়ী সাধ না করে তার বেশি চাহিদা থাকলে বিপদ আসবেই। শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি দেওয়া উপদেশের মধ্য দিয়ে।

**ঘ** "উদ্দীপকের উপদেশ দুটো 'নেকলেস' গল্পের জীবন দর্শনকে ধারণ করেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের ভয়াবহতার মুখোমুখি হন। জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তিনি বান্ধবীর কাছ থেকে একটি হার ধার করেন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালে সেই হার হারিয়ে ফেলেন তিনি। বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করা হার হারিয়ে তা ফেরত দিতে অনেক ঋণ করতে হয় তাদের। পরবর্তীতে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে ও তার স্বামীকে দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্দীপকের প্রবীণ শিক্ষক ক্লাসে গল্প পরানো শেষে শিক্ষার্থীদের দুটো উপদেশ দেন। প্রথমটি হলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ না করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিজেকে সুখী করা। তাঁর মতে, এই উপদেশ বাণী দুটি না মানলে মানুষ নানারকম বিপদে পড়বে ও তাদের সুখী হওয়ার পথে নানারকম বাঁধা সৃষ্টি করবে। এই অত্যুগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে বিপদে পড়ার বিষয়টিই 'নেকলেস' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার কারণে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। জনশিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিজেকে আকর্ষণীয় ও ধনী হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বান্ধবীর কাছ থেকে হার ধার করে আনেন। কিন্তু সেই হার হারিয়ে তা ফেরত দিতে তাকে ও তার স্বামীকে অনেক ঋণ করতে হয়। সেই ঋণ শোধ করতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবে, তিনি যদি সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন তাহলে এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না। মাতিলদা যদি তার সামর্থ্য অনুযায়ী চাহিদা সীমিত রেখে জীবন-যাপন করতেন, তাহলে তিনি সুখী হতে পারতেন। আলোচ্য গল্পের মাতিলদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যের চেয়ে অধিক পরিমাণ চাহিদার উদ্দীপকের প্রধান অতিথির উপদেশ দুটোর অভিন্ন চেতনার ধারক। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৫** দিবা শিক্ষিতা, সুন্দরী। সে বেড়াতে ভালোবাসে। তার স্বামী একজন ব্যাংকার। তিনি সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে দিবাকে বেড়াতে নিয়ে যান। দিবার স্বপ্ন দার্জিলিং-এ যাওয়া। তার স্বামী এ স্বপ্নের কথা জানেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলাই ভালো।

*[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. মাতিলদার স্বামীর পদবি কী ছিল? ১

খ. সর্বদা মাতিলদার মনে দুঃখ ছিল কেন? ২

Teachingbd24.com

গ. মর্সিয়ে লোইসেল ও দিবার স্বামীর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'মর্সিয়ে লোইসেলের পরিস্থিতি বিবেচনার ক্ষমতা যদি দিবার স্বামীর মতো যুক্তিনির্ভর হতো, তবে হয়তো মাতিলদার পরিণতি এতটা করুণ হতো না'— 'নেকলেস' গল্প অনুসরণে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাতিলদার স্বামীর পদবি ছিল শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানি।

**খ** দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ ও কেরানির সাথে বিয়ে হওয়ায় বিলাসী জীবন কাটাতে পারে না বলে মাতিলদার দুঃখ হতো।

মাতিলদা অপূর্ব সুন্দরী তরুণী হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়েছে এক দরিদ্র কেরানির সাথে। তার জীর্ণ বাসগৃহে ছিল দারিদ্র্যের ছাপ। ধনী রমণীদের মতো কোনো দামী কাপড় বা জড়োয়া গয়নাও তার ছিল না। কিন্তু সে ভাবত, পৃথিবীর যাবতীয় সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার উপকরণ ব্যবহার করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় মাদাম মাতিলদার দুঃখ হতো।

**গ** মর্সিয়ে লোইসেল ও দিবার স্বামীর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিল ও অমিল দুটোই বিদ্যমান ছিল।

'নেকলেস' গল্পের মর্সিয়ে লোইসেল তার সাধ্যের মধ্যে চলার প্রবণতা দেখালেও স্ত্রীর আবদারে তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থেকেই স্ত্রীর অসম প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ সমর্থন যোগান না।

উদ্দীপকের দিবার স্বামী একজন ব্যাংকার হওয়া সত্ত্বেও নিজের সাধ্যের বাইরে চলতে সম্মত নন। তিনি তার শিক্ষিত সুন্দর স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যান। কিন্তু স্ত্রীর স্বপ্ন দার্জিলিং যাওয়ার। স্বামীকে দিবা তার স্বপ্নের কথা জানায়। দিবার স্বামী এ ব্যাপারে সাধ ও সাধ্যের মাঝে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়াসী। তার এমন চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব 'নেকলেস' গল্পের মর্সিয়ে লোইসেল পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি। মর্সিয়ে লোইসেল স্ত্রী মাতিলদার দাবি পূরণে হিমশিম খেতে দেখা যায়। বেপরোয়া স্বপ্নের মাতিলদা ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যময় জীবনযাপনের উচ্চাশায় অধীর থাকে। সে জন্য স্বামীকে সে তার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা জানায়। স্বামী মর্সিয়ে লোইসেল স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সে যে একজন সামান্য কেরানির চাকরি করে। তার পক্ষে স্ত্রীর সব সাধ পূরণ সম্ভব নয়। স্ত্রীকে তার একথাটি বোঝাতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে তার দুর্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই ফুটে ওঠে। সেদিক থেকে চিন্তা ও সাধ-সাধ্যের সমন্বয় করে উদ্দীপকের দিবার স্বামী এগিয়ে থাকে বলা যায়।

**ঘ** মর্সিয়ে লোইসেলের পরিস্থিতি বিবেচনার ক্ষমতা যদি দিবার স্বামীর মতো যুক্তিনির্ভর হতো, তবে হয়ত মাতিলদার পরিণতি এতটা করুণ হতো না বলেই মনে করা যায়।

'নেকলেস' গল্পে মর্সিয়ে লোইসেল তার অবস্থাকে যৌক্তিকভাবে স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। ফলে স্ত্রী মাতিলদা নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার করুণ পরিণতি বরণ করে। মর্সিয়ে লোইসেল স্ত্রীকে পরিস্থিতি বোঝাতে সক্ষম হলে মাতিলদা হয়ত এমন উচ্চাশা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখত এবং জীবনের দুর্দশা থেকে রক্ষা পেত।

উদ্দীপকের দিবার স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বহীন বা উদাসীন বলা সমীচীন হবে না। কারণ দিবার বলার আগেই তাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন। কিন্তু দিবার স্বপ্ন দার্জিলিং-এ যাওয়া। তখন স্বামী তাকে তার সাধ্যের কথা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। এতে করে দিবার পরিস্থিতি বুঝে স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার স্বামীর উন্নত ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ততার ফলেই সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্যতা বিধান হয়েছে। যা নেকলেস গল্পের মর্সিয়ে লোইসেলের বিবেচনার উর্ধ্বে।

'নেকলেস' গল্পের মর্সিয়ে লোইসেল শিক্ষা অফিসের সামান্য কেরানি। কিন্তু তার স্ত্রী মাতিলদা একজন স্বপ্নবিলাসী ও আভিজাত্যময় জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।

জনশিক্ষা মন্ত্রীর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য মর্সিয়ে লোইসেল মাতিলদাকে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে পোশাক কেনার জন্য অর্থ দিয়েছিল। পরবর্তীতে মাতিলদার ইচ্ছা পূরণ করতে বান্ধবীর কাছ থেকে গহনা নেয়ার পরামর্শও দেয় সে এই গহনা হারানোর মধ্য দিয়েই তাদের জীবনের দুর্দিনের শুরু হয়েছিল। তাই বলা যায়, মঁসিয়ে লোইসেল যদি উদ্দীপকের দিবার স্বামীর মতো তার সাধ্যের সীমাবদ্ধতা স্ত্রীকে যুক্তি সহকারে ভালোভাবে বুঝাত তাহলে তাদের জীবনে এমন নির্মম পরিণতি হয় আসত না।

**প্রশ্ন ▶ ৬** ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার পর ছেলের কিছু সহপাঠীর মায়েদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সাধারণ পরিবারের গৃহিনী শিউলির। কিন্তু তার মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাদের কয়েকজনের বাসায় বেড়ানোর পর। কারণ শিউলির চেয়ে অনেক উন্নত তাদের বাসা, আসবাবপত্র আর জীবনযাত্রার মান। সে সম-পদাধিকারী অন্যান্য সহকর্মীদের চেয়ে কম উপার্জন করা তার সৎ স্বামীকে বিষয়টি জানায় এবং উপার্জন বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দাবি জানায়। একপর্যায়ে স্ত্রীর চাপে পড়ে অসদুপায়ে অধিক উপার্জন করতে গিয়ে স্বামী আজাদ চাকরি হারায়। ফলে কঠিন সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় তাদের পরিবারকে। *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. বাবার মৃত্যুর পর লোইসেলের কাছে কত ফ্রাঁ ছিল? ১

খ. 'কী অসাধারণ এই জীবন আর তার মধ্যে কত বৈচিত্র্য।' মাতিলদার এই উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কাহিনিটি 'নেকলেস' গল্পের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই অনেক সময় মানুষের পতনকে অনিবার্য করে তোলে'— উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাবার মৃত্যুর পর লোইসেলের কাছে আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল।

**খ** আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে মাতিলদা মানুষের জীবনের রূঢ় ও বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করেন।

মাদাম লোইসেল অর্থাৎ মাতিলদা তার বান্ধবীর হার হারানোতে ভীষণ বিচলিত। নেকলেসটি ফেরত দিতে গিয়ে মাতিলদা ও তার স্বামী ব্যাপক ধার-দেনার সম্মুখীন হয়ে জীবনকে খুব ভয়াবহভাবে অনুভব করে। জীবনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেকে কেমন বয়স্ক লাগে তার। এ সামান্য একটি নেকলেস হারানোর ঘটনাতে একজন মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আবার বাঁচতেও পারে। জীবনের এই ভয়াবহতাকে উপলব্ধি করেই মাতিলদা আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

**গ** উচ্চাভিলাষী মন মানসিকতার বিচারে উদ্দীপকের কাহিনি 'নেকলেস' গল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

'নেকলেস' গল্পে বল নাচের অনুষ্ঠানে মাতিলদা শুধু ফুল দিয়ে নিজেকে সাজাতে গিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সে নিজেকে বিত্তবান নারীর হিসাবে উপস্থাপনের জন্য বান্ধবী ফোরস্টিয়ার কাছ থেকে দামি হার নিয়ে আসে। কিন্তু তা অনুষ্ঠানেই হারিয়ে যায় এবং সেই হার ফেরত দিতে গিয়ে তাদের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ দরিদ্রতা। এ সময়ে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

উদ্দীপকের শিউলি তার নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী হতে পারেনি। তাই তার পরিচিতদের বাসায় গিয়ে তাদের উন্নত জীবন যাত্রা দেখে সে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়। সে তার স্বামীকে উপার্জন বাড়ানোর তাগিদ দিতে থাকে। স্ত্রীর চাপে পড়ে তার স্বামী অসদুপায়ে উপার্জন করতে গিয়ে চাকরি হারায়। জীবনযাত্রার উন্নতির পরিবর্তে তখন তাদেরকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। উচ্চাবিলাসিতার হাওয়ায় গা না ভাসালে হয়তো মাতিলদা ও শিউলি কারো সংসারে এই ভয়াবহ দরিদ্রতা নেমে আসত না। এই দিক দিয়ে উদ্দীপকের কাহিনি আলোচ্য গল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক।

Teachingbd24.com

**ঘ** 'অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই অনেক সময় মানুষের পতনকে অনিবার্য করে তোলে'— উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা রয়েছে।

'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার জীবন ভালোই কাটছিল। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিলাসী জীবনের প্রতি লোভ তার জীবনকে চরম সর্বনাশের দিকে ধাবিত করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যই তাকে কষ্টের জীবন বরণ করতে হয়।

উদ্দীপকের গৃহিনী শিউলির মধ্যে আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে পাই। সে নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান নিয়ে সুখী হতে পারেনি। তাই অন্যের উন্নত-জীবনযাত্রা দেখে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে তার সৎ স্বামীকে অসৎ হতে প্ররোচনা দেয়। অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে তার স্বামী চাকরি হারায়। যার ফলে তাদের পরিবারটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষ যখন নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না তখনই তার জীবনে নেমে আসে অশান্তি আর দুর্দশা। মাতিলদা ও শিউলির জীবনে এ সত্যই অনিবার্য হয়ে ধরা দেয়। অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় শেষ পরিণতি স্বরূপ তাদের উভয়কেই সর্বস্ব হারাতে হয়। অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে ধাবিত করে। মানুষকে তাই লোভ সংবরণ করে যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অযাচিত উচ্চবিলাসিতা মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তাই তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোকে এ সত্যই প্রকাশিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৭** এক কৃষকের একটি রাজহাঁস ছিল। হাঁসটি প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম দিত। কৃষক রাজহাঁসের কাছ থেকে আরো বেশি সোনার ডিম পাওয়ার লোভে রাজহাঁসের পেট কাটার সিদ্ধান্ত নিল। তাহলে, সে একসাথে অনেকগুলো সোনার ডিম পাবে। কিন্তু হায়! রাজহাঁসের পেট কাটার পর কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, কারণ রাজহাঁসের পেটের ভেতরে কোনো সোনার ডিম ছিল না। তারপর থেকে কৃষকের প্রতিদিন সোনার ডিম পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং হাঁসটিও মারা গেল। *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. বল নাচের অনুষ্ঠানটি কত তারিখে ছিল? ১

খ. মেয়েটি কেন চারশ ফ্রাঁ চেয়েছিল তার স্বামীর কাছে?— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'নেকলেস' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'নেকলেস' গল্পের মূলভাব প্রতীকায়িত হয়েছে?— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

**৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বল নাচের অনুষ্ঠানটি জানুয়ারির ১৮ তারিখে ছিল।

**খ** বল নাচের অনুষ্ঠানে যেতে ভালো পোশাক কেনার জন্য মেয়েটি তার স্বামীর কাছে চারশ ফ্রাঁ চেয়েছিল।

জনশিক্ষা মন্ত্রী, লোইসেল ও তার স্ত্রীকে তাদের বাসগৃহে বল নাচের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়। সেই আমন্ত্রণপত্র পেয়ে লোইসেলের স্ত্রী খুশি না হয়ে আমন্ত্রণপত্রখানা বিদ্বেষে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে। তার ভালো দামি পোশাক নেই বলে সে অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে মনঃকষ্টে থাকে। তখন স্বামী লোইসেল মেয়েটির কাছে পোশাকের সম্ভাব্য দাম জানতে চাইলে সে জানায় চারশ ফ্রাঁ-য় কেনা যাবে।

**গ** উদ্দীপকের সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভোর এক চরিত্র। কেরানি স্বামীর সাধ্যের দিকে না তাকিয়ে যে কেবল নিজের বিলাসিতার চাহিদা পূরণে অস্থির থাকে এবং ফলস্বরূপ তার জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ। উদ্দীপকে মাতিলদা চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে অতি লোভী কৃষক চরিত্রে।

উদ্দীপকের কৃষক লোভের বশবর্তী হয়ে তার মূলধনই হারিয়ে ফেলে। রাজহাঁসটি তাকে প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম দিত। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে না। সে আরো ডিম লাভের লোভে হাঁসটির পেট কেটে ফেলে। এতে হাঁসটি মারা যায় এবং প্রতিদিন যে একটি করে ডিম পেত সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন অতিলোভী কৃষকের মাথায় হাত পড়ে। 'নেকলেস' গল্পের 'মাতিলদা' চরিত্রটি উদ্দীপকের কৃষকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেরানি স্বামীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ না করে সে-ও ক্রমাগত গহনা, পোশাকের চাহিদা পেশ করতে থাকে। সে তার অন্য ধনী-বান্ধবীর মতো, বিলাসী জীবন যাপন করে প্রশংসা পেতে চায়। বল নাচের অনুষ্ঠানে যেতে সে তার বান্ধবী ফোরসিটিয়ারের কাছ থেকে একটি হার ধার নেয়। সে হার হারিয়ে দশ বছর অবর্ণনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট করে মাতিলদা তার আগের সকল বেপরোয়া স্বপ্ন ভুলে যায়। সুখের পরিবর্তে তার জীবন হয়ে ওঠে দুঃখময়।

**ঘ** উদ্দীপকে 'নেকলেস' গল্পের উচ্চাশার করুণ পরিণতি— এই মূলভাব প্রতীকায়িত হয়েছে।

'নেকলেস' গল্পে বেপরোয়া স্বপ্ন ও উচ্চাশার বিরূপ প্রভাব ফুটে উঠেছে। অল্পে তুষ্ট না থেকে বেশি পাওয়া যে জীবনের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি আনতে পারে গল্পটি তারই শিক্ষা। আলোচ্য গল্পের এই মূল ভাবনা উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে।

উদ্দীপকের কৃষক অতি লোভ করায় সে মূলধনই হারিয়েছে। তার রাজহাঁসটি প্রতিদিন তাকে একটি করে সোনার ডিম দিত। সোনার ডিম পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। সে আরো বেশি ডিমের আশায় রাজহাঁসটির পেট কেটে ফেলে। এতে হাঁসটি মারা যায় এবং তার সোনার ডিম পাওয়া চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কৃষকের মাথায় হাত পড়ে। অতি লোভের ফলে সে মূলধন হাঁসটিকেই হারিয়ে ফেলে।

'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা কেরানির ঘরে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার স্বপ্ন, আশা অনেক বিশাল। সে পরিচিত হতে, প্রশংসা পেতে, প্রেম লাভ করতে এবং ধনী লোকের সাথে বিয়ে করতে চায়। তার সে স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয় না। শিক্ষা অফিসের সামান্য এক কেরানির সাথে তার বিয়ে হয়। এতে তার উচ্চাশা পূরণের সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও মাতিলদা ধনী বান্ধবীদের দেখে কষ্ট পায়। সে আভিজাত্যময় জীবনযাপনে আকাঙ্ক্ষী হলেও তা পূরণ না হওয়ায় দুঃখ ও হতাশায় থাকে। স্বামীর কাছে সে ক্রমাগত এসব বিষয় নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে। বল নাচের অনুষ্ঠানে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে দামি পোশাক ও গহনার বায়না করে। তার স্বামী তাকে পেশাকের জন্য চারশ ফ্রাঁ দিতে চায়। গহনা কেনার অর্থ না যোগাড় হলেও বান্ধবীর কাছ থেকে ধার নিয়ে অনুষ্ঠানে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলে। তার এমন অতিরঞ্জিত স্বপ্ন বিলাস বেশিদিন স্থায়ী হয় না। বান্ধবীর কাছ থেকে নেয়া হার হারিয়ে তা ফেরত দেবার জন্য দীর্ঘ দশ বছর সে এবং তার স্বামী সীমাহীন পরিশ্রম করে। মাতিলদা এরই মধ্যে তার রূপ-যৌবন, বিলাসী স্বপ্ন সবকিছু ভুলে অতি সাধারণ জীবনে নেমে আসে। পরে জানতে পারে বান্ধবীর হারটি হীরার ছিল না, সেটি ছিল নকল হার। ততদিনে মাতিলদার সব শেষ হয়ে যায়। আলোচ্য গল্পের এই বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষার নির্মম পরিণতিই মূলভাব হিসেবে উঠে এসেছে। উদ্দীপকে এ ভাবটি কৃষকের সোনার ডিমের প্রতীকে ফুটে উঠেছে।

**প্রশ্ন ▶ ৮** মেধাবী তমালের বাবা খুব সামান্য বেতনে চাকরি করেন। তার সহপাঠীরা সকলেই অবস্থাসম্পন্ন। সহপাঠীদের পোশাক, জীবনাচরণের সঙ্গে তমালের কিছুতেই খাপ খায় না। তবু তা নিয়ে তিনি মোটেই হীনম্মন্যতায় ভোগেন না। নিজের কঠোর পরিশ্রমে তমাল পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেন। *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. বন্দুক কিনতে মসিঁয়ে কত ফ্রাঁ সঞ্চয় করেছিল? ১

খ. মাদাম লোইসেল আমন্ত্রণপত্র টেবিলে নিক্ষেপ করেন কেন? ২

গ. তমাল আর মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. "পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের পরিণতি দুজনেরই দুই রকম।"— ব্যাখ্যা করো। ৪

Teachingbd24.com

## ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বন্দুক কিনতে মর্সিয়ে চারশত ফ্রাঁ সঞ্চয় করেছিল।

**খ** হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত লোইসেল বিরক্ত হয়ে আমন্ত্রণপত্র টেবিলের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন।

জনশিক্ষামন্ত্রীর নিজ বাসগৃহে অনুষ্ঠেয় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল। কিন্তু এ আমন্ত্রণ পেয়ে মাদাম লোইসেল খুশি হতে পারেননি, কেননা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরার মতো কোনো পোশাক বা অলঙ্কার তাঁর ছিল না। তাই হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে মাদাম লোইসেল আমন্ত্রণপত্র টেবিলের ওপর নিক্ষেপ করেন।

**গ** অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে উদ্দীপকের তমালের সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্য রয়েছে।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। জীবনযাপনেও সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। বিলাসী জীবনের প্রত্যাশী হলেও দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। লোইসেলের অর্থনৈতিক দুরবস্থার এ দিকটি উদ্দীপকের তমালের জীবনেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের তমালের বাবা সামান্য বেতনের চাকরি করেন। তার সহপাঠীরা সকলেই অবস্থাপন্ন পরিবারের হওয়ায় তাদের জীবনাচরণের সঙ্গে তমালের কিছুতেই মেলে না। গল্পের মাদাম লোইসেলও ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার পিতা ছিলেন নিম্ন আয়ের এক কেরানি। স্বামীর অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। দারিদ্র্যের কারণে তার জীবনের প্রায় সব ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ দারিদ্র্যপূর্ণ দিকটিই উদ্দীপকের তমাল ও মাদাম লোইসেলের মাঝে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

**ঘ** 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের মধ্যে আভিজাত্যপূর্ণ জীবন ও ভোগ-বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল যা তার জীবনে দুর্দশা ডেকে এনেছিল।

মাদাম লোইসেল দরিদ্র জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তার ছিল বিলাসী জীবনযাপনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। এই আকর্ষণ তাকে সবসময় অসুখী রাখত। নিজেকে সুখী করতে তিনি অনুষ্ঠানে যেতে রাজকীয় হার ধার করেন। সেই হার হারানোর মাধ্যমে তার যে পরিণতি হয় তা তাকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের দিকে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের তমাল দরিদ্র পরিবারের ছেলে। কিন্তু এ নিয়ে তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগতেন না। মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি জীবনে সাফল্য অর্জন করেন। অন্যদিকে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল সবসময় স্বপ্ন দেখতেন বিলাসী জীবনযাপনের। আর অন্যের জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে তুলনা করে নিজের দারিদ্র্য নিয়ে সর্বদা হতাশ ও ব্যথিত থাকতেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মানসিক পার্থক্য তমাল ও মাদাম লোইসেলের জীবনকে দুটি ভিন্ন রূপ দিয়েছিল। তমাল আড়ম্বরপূর্ণ ও চাকচিক্যের জীবন না পাওয়ার দুঃখে মগ্ন না থেকে নিজের জীবন নিজেই গড়ে নিয়েছেন। নিজের মেধা ও পরিশ্রমের মূল্যে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু মাদাম লোইসেল উচ্চাভিলাষী চিন্তায় মগ্ন থেকে নিজের জীবনকে আরো নিরানন্দ ও নিজীব করে তুলেছেন। হিরার নেকলেসে নিজেকে সজ্জিত করার ইচ্ছা তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছিল। তাকে আরো দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইতিবাচক মানসিকতার জোরে ঘটনাপ্রবাহে তমাল হয়েছেন সফল আর মাদাম লোইসেল নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ করে হয়েছেন দুর্দশায় জর্জরিত, বিধ্বস্ত।

**প্রশ্ন ▶ ৯** হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে, করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।

*[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. ফরাসি ভাষায় 'নেকলেস' গল্পটির নাম কী? ১

খ. 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি'— কেন একথা বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'নেকলেস' গল্পের কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দারিদ্র্যের উপলব্ধি থেকেই মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়'— উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ফরাসি ভাষায় 'নেকলেস' গল্পটির নাম 'La Parure'।

**খ** বান্ধবী ফোরসটিয়ারের কাছ থেকে গয়না ধার করার বুদ্ধি নিজের মনে না আসায় মাদাম লোইসেল এ কথা বলেছেন।

শিক্ষা পরিষদ অফিসের কেরানি মর্সিয়ে লোইসেলের স্ত্রীকে খুশি করার চেষ্টার কমতি ছিলো না। একবার তিনি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেন জনশিক্ষা মন্ত্রী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ কার্ড। মাদাম লোইসেল এই কার্ড দেখে খুশি হওয়ার পরিবর্তে বেশি দুঃখই পান। নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য তার ভালো পোশাক ও গয়না ছিলো না। পোশাক কেনার ব্যবস্থা হলেও দামি গয়না না থাকায় যতই অনুষ্ঠানের দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে, মাদাম লোইসেল ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। স্ত্রীর উদ্বিগ্নতার কারণ জানতে পেরে মর্সিয়ে লোইসেল তাকে বান্ধবীর গয়না ধার করার পরমর্শ দেন। নিজের মাথায় এই সহজ বুদ্ধি না আসার দরুন মাদাম লোইসেল উল্লিখিত উক্তিটি করেন।

**গ** উদ্দীপকের সঙ্গে 'নেকলেস' গল্পের দরিদ্রতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

গল্পে মাদাম ও মর্সিয়ে লেইসোল দম্পতির ঘরকান্নার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সুন্দরী মাদাম লোইসেলের বিয়ে হয় দরিদ্র কেরানির সঙ্গে। এই দরিদ্রদশার জন্য সর্বদাই তার মনে যারপরনাই দুঃখ ও সংকোচ বিরাজ করতো। কমিশনারের বাড়িতে 'বল' নাচের অনুষ্ঠানে যোগদান সম্পর্কিত দুর্ঘটনা তার জীবনাচরণ ও জীবনবোধ পরিবর্তন করে দেয়। বান্ধবী ফোরসটিয়ারের কাছ থেকে ধারে আনা নকল হীরার হার হারিয়ে গেলে হুবহু অপর একটি প্রকৃত হীরার হার কেনেন লোইসেল দম্পতি। এ জন্য দীর্ঘ ১০ বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। মূলত, সাধ্যাতীত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণতি ও দরিদ্রতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দিকটি এ গল্পে ফুটে উঠেছে।

গল্পের মতো উদ্দীপকেও দারিদ্র্যতার শিক্ষণীয় দিকটি ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যতা মানব জীবনের এক ভয়াবহ অভিশাপ হলেও মানব চরিত্র গঠনে দারিদ্র্যতার একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্পের পরিণতি ও উদ্দীপকের কবিতাংশের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের কবি বলেছেন, দারিদ্র্যতা তাঁর চরিত্রকে মহত্ত্বের গুণে গুণান্বিত করেছে এবং যিশু খ্রিস্টের মতো সম্মান দান করেছে। গল্পেও দেখা যায়, দারিদ্র্যতা কেন্দ্রীয় চরিত্র মাদাম লোইসেলের জীবনে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিলাসবহুল জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বান্ধবীর কাছে থেকে ধার করে আনা হীরার হার হারিয়ে গেলে অনেক ঋণ করে হুবহু একটি হার তাঁকে ফেরত দিতে হয়। এই ঋণ শোধ করতে লোইসেল দম্পত্তিকে দারিদ্র্যতার অকূল পাথার পাড়ি দিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে মাদাম লোইসেল চরিত্রে পালাবদল ঘটে। দারিদ্র্য তাঁকে ধীর ও পরিণত মানুষে রূপান্তরিত করে। তাই উদ্দীপকের সাথে 'নেকলেস' গল্পের দারিদ্র্যতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট হয় যে 'দারিদ্র্যের উপলব্ধি থেকেই মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়।'

গল্পের প্রধান চরিত্র মাদাম লোইসেল দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিলাসী জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর মধ্যে এক ধরনের অহংবোধ বিরাজ করতো। কেরানির ঘরে জন্মগ্রহণ ও কেরানির সঙ্গে সংসার তাঁকে পীড়িত করতো। হার হারানো ঘটনা তাঁর চরিত্রকে আমূল পাল্টে দেয়। সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। হারানো হার ফেরত দিতে গিয়ে লোইসেল দম্পতি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে মাদাম লোইসেল পরিণত হন এক রূপান্তরিত মানুষে। পূর্বের বিলাসী জীবনের মোহ, সৌন্দর্য নিয়ে অহংবোধ, ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা সবকিছু দূরীভূত হয়ে তিনি এক পরিণত মানুষ হয়ে ওঠেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে ব্যক্তিচরিত্র গঠনে দারিদ্র্যতার ইতিবাচক ভূমিকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবি দারিদ্র্যতার বন্দনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, দারিদ্র্য তাঁকে মহান করেছে। দারিদ্র্যতা মানব-জীবন ও সামাজের জন্য অভিশাপ হলেও এর একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। দারিদ্র্যতার আগুনে পুড়েই মানব চরিত্র খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। এ কারণে কবি বলেছেন, দারিদ্র্যতা তাঁকে খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুর সম্মান দান করেছে। উল্লেখ্য, খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক যিশু তথা ঈসা (আ.) দরিদ্র পরিবারেরই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকের কবি দারিদ্র্যতার শিক্ষণীয় বিষয়কে তুলে ধরেছেন। গল্পের মাদাম লোইসেল চরিত্রের রূপ-রূপান্তরেও দারিদ্র্যতার শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। ঋণ শোধ করতে লোইসেল দম্পত্তিকে টানা দশ বছর দিন-রাত পরিশ্রম করতে হয়। এই নির্মম বাস্তবতা মাদাম লোইসেল চরিত্রকে পরিণত ও ঋদ্ধ করে। কল্পনাবিলাস ও অহংকারবোধ দূরীভূত হয়ে তাঁর চরিত্রের জায়গা করে নেয় প্রখর বাস্তবতাবোধ ও মার্জিতভাব। উদ্দীপকে যেখানে কবির উপলব্ধি, দারিদ্র্যতা তাঁকে মহত্ত্ব ও যিশুখ্রিস্টের সম্মান দান করেছে, সেখানে গল্পের পরিণতিতে মাদাম লোইসেলও সত্যিকার মানুষে রূপান্তরিত হন। তাই উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট হয় যে 'দারিদ্র্যের উপলব্ধি থেকেই মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়।'

**প্রশ্ন ▶ ১০** প্রবাদ -১ : ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।
প্রবাদ-২ : বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেতে চাঁদ।
প্রবাদ-৩ : আগুনে পুড়িলে সোনা, খাঁটি সোনা হয়।
*[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলকে কী বলা হয়? ১
খ. হারটি হারিয়ে গেলে তা কেনার পর মাদাম ও তার স্বামী কীভাবে ঋণ পরিশোধ করেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের প্রবাদগুলো 'নেকলেস' গল্পের সাথে কোন দিক দিয়ে সম্পর্কিত— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রবাদ প্রবচন জীবনবাস্তবতা থেকেই গৃহীত আর ছোটগল্পও জীবনবাস্তবতা অনুসন্ধানের ফসল, উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

**১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলকে বলা হয় কনভেন্ট।

**খ** মাদাম লোইসেল ও তার স্বামী নিজেদের জীবনযাপনের ব্যয় সংকোচন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ঋণ শোধ করেছিল।

লোইসেল দম্পতি সিদ্ধান্ত নিল নেকলেস ফেরত বাবদ ধার করা ফ্রাঁ তারা শোধ করবে। এজন্য তারা বাসার কাজের দাসীকে বিদায় করে দিল। অপেক্ষাকৃত কম খরচের বাসা ভাড়া নিল। লোইসেলের স্বামীও রাতে অতিরিক্ত কাজ করে টাকা জমাতে লাগল। এভাবে পরিবারের ব্যয় কমিয়ে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে টাকা আয় করে লোইসেল ও তার স্বামী ঋণ শোধ করল।

**গ** নীতিগত চেতনার তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের প্রবাদগুলো 'নেকলেস' গল্পের সাথে সম্পর্কিত।

'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইসেল নিজেকে ধনী হিসেবে জাহির করার জন্য চিন্তাভাবনা না করেই বান্ধবীর হার ধার করে এনে নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। তার বান্ধবী মাদাম ফোরসটিয়ার ধনী হলেও পাঁচশ ফ্রাঁ দিয়ে নকল গয়না কিনেছিল, যা হীরার গয়না ভেবে ভুল করেছিল মাদাম লোইসেল। আর সেই গয়না হারিয়ে ফেলে ভয়াবহ দারিদ্র্যকে বরণ করে মাদাম লোইসেল বুঝেছিল দারিদ্র্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবাদ তিনটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, 'নেকলেস' গল্পের মূল বক্তব্যগুলোই এখানে উঠে এসেছে। প্রবাদ-১-এ বলা হয়েছে, যেকোনো কাজ করার আগে ভাবা উচিত, কাজ করার পর ভেবে লাভ নেই। আলোচ্য গল্পে দেখতে পাই মাদাম লোইসেল না ভেবেই নিজের দারিদ্র্যকে ঢাকতে বান্ধবীর গয়না ধার করেছিল। সেটা হারিয়ে ফেলে পরে তাকে চরম মূল্য দিতে হলো। প্রবাদ-২-এ দেখতে পাই, বড়র পিরিতিকে বালির বাঁধ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বলা হয়েছে, যেটিকে চাঁদ বলে মনে হয় সেটি আসলে দড়িও হতে পারে। এই প্রবাদের প্রতিফলনও উদ্দীপকে দেখতে পাই। কারণ, মাদাম লোইসেল বান্ধবীর দামি গয়না বাক্স দেখে ভেবেছিল ভেতরের গয়নাটিও দামি কিন্তু আসলে তা ছিল নকল। আবার প্রবাদ- ৩-এ বলা হয়েছে, আগুন দিয়ে পোড়ালেই সোনা খাঁটি হয়। যেমন করে চরম দারিদ্র্যকে বরণ করে কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে মাদাম লোইসেল দারিদ্র্যকে মেনে নিয়ে বাস্তবতাকে বুঝতে শিখেছিল।

**ঘ** প্রবাদ প্রবচন জীবনবাস্তবতা থেকেই গৃহীত, যার সার্থক উপস্থাপন রয়েছে 'নেকলেস' ছোটগল্পে।

'নেকলেস' ছোটগল্পটি জীবনবাস্তবতার এক সার্থক প্রতিফলন। এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছোটগল্পটিতে রয়েছে যে নাটকীয়তা শুধু বাস্তব জীবনেই ঘটতে পারে। সাধারণ ছোটগল্পগুলো জীবনবাস্তবতাকে অনুসন্ধান করেই ঘটনাবিন্যাস ও কাহিনিতে বিধৃত হয়।

উদ্দীপকে তিনটি প্রবাদ ব্যক্ত হয়েছে এবং প্রতিটি জীবনবাস্তবতা থেকে গৃহীত। ভেবে কাজ না করলেই জীবনে চরম মাসুল দিতে হয়। কারণ কাজ করার পর ভেবে লাভ নেই। আবার ধনী ব্যক্তির সব কাজই আভিজাত্য প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রেই কাপর্ণ্য লক্ষণীয় হয়, যা প্রবাদ-২-এ ব্যক্ত হয়েছে। প্রবাদ-৩-এর আলোকে বলা যায়, দুঃখের আগুনে পুড়লেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইলেস দরিদ্র হলেও ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বপ্নবিলাসী ও কর্মবিমুখ। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই তাকে জীবনে চরম মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সেই চরম মূল্য দিতে গিয়ে সে জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। আলোচ্য গল্পের যে শিক্ষণীয় দিক তা মূলত এই প্রবাদ তিনটির মধ্যেই রয়েছে। অতএব উদ্দীপক ও আলোচ্য ছোটগল্প বিশ্লেষণে যথার্থই প্রতীয়মান হয় যে, প্রবাদ-প্রবচন জীবনবাস্তবতা থেকেই গৃহীত আর ছোটগল্পও জীবনবাস্তবতা অনুসন্ধানের ফসল। অর্থাৎ আলোচ্য মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১১** দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কি বা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস
সুখের সাথি মুখের পানে যদি না চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
*[স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. 'নেকলেস' গল্পটির মূল লেখক কে? ১
খ. নিমন্ত্রণ পেয়েও মাদাম লোইসেল খুশি ছিলেন না কেন? ২
গ. 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের ভাবনার সাথে উদ্দীপকের ভাবনার পার্থক্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. 'নেকলেস' গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপকের বক্তব্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করো। ৪

**১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'নেকলেস' গল্পটির মূল লেখক গী দ্য মোপাসাঁ।

**খ** ভালো পোশাক না থাকায় নিমন্ত্রণ পেয়েও মাদাম লোইসেল খুশি ছিলেন না।

গল্পের প্রধান দুই চরিত্র মর্সিয়ে লোইসেল ও মাদাম লোইসেল। মাদাম লোইসেলের জন্ম এক নিম্নবিত্ত কেরানির ঘরে। তার বিয়েও হয় শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে। দারিদ্র্য জর্জরিত জীবন নিয়ে তিনি মোটেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। মর্সিয়ে লোইসেল তাকে যথাসাধ্য খুশি করার চেষ্টা করতেন। একবার তিনি অনেক চেষ্টা-তদবির করে জনশিক্ষা মন্ত্রীর বাসায় দাওয়াতের নিমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করেন। তার ধারণা ছিলো এই নিমন্ত্রণ কার্ড পেয়ে স্ত্রী অনেক খুশি হবেন। বাস্তবে মাদাম লোইসেল খুশি হননি এবং কার্ডটি টেবিলে নিক্ষেপ করেন। ভালো ও দামি পোশাক না থাকা তার এই নাখোশ হওয়ার কারণ। তাই বড় জায়গায় নিমন্ত্রণ পেয়েও আকর্ষণীয় ও দামি পোশাক না থাকায় তিনি খুশি ছিলেন না।

Teachingbd24.com

**গ** দরিদ্র হওয়ায় মাদাম লোইসেলের মধ্যে লজ্জা ও দুঃখবোধ থাকলেও উদ্দীপকে বিপরীত ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

গল্পের প্রধান চরিত্র মাদাম লোইসেল দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিলাসী জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার মধ্যে এক ধরনের অহংবোধ কাজ করতো। কেরানি ঘরে জন্মগ্রহণ ও কেরানির সঙ্গে সংসার তাঁকে পীড়িত করতো। এ নিয়ে তার মধ্যে দুঃখবোধের শেষ ছিলো না। সংসারের দৈন্য, ভালো ঘর-পোশাক-অলঙ্কারের অভাবের কারণে তার মধ্যে সমসময় এক ধরনের সংকোচ ও জড়তা বিরাজ করতো। তিনি সাধ্যাতীত প্রত্যাশা করতেন। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান থাকায় তিনি দুঃখী ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভালো পোশাক কেনার শর্ত দান এবং বান্ধবীর কাছ থেকে গয়না ধার করার অনুষঙ্গ দারিদ্র্য নিয়ে তার সংকোচ ও অস্থিরভাবকে ফুটিয়ে তোলে। 'বল' নাচের অনুষ্ঠানেও তার মধ্যে দারিদ্র্যতাকে ঢাকার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে গল্পের মাদাম লোইসেলের ভাবনার বিপরীত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে যেখানে দারিদ্র্যতাকে নিয়ে প্রধান চরিত্র মাদাম লোইসেলের মধ্যে জড়তা ও সংকোচবোধ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে উদ্দীপকে দারিদ্র্যতাকে বরণ করে সাহসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলার কথা বলা হয়েছে। মাদাম লোইলেস দারিদ্র্যতা নিয়ে সর্বদা সংকোচিত থাকতেন। এ কারণে মর্সিয়ে লোইসেল অনেক কষ্ট করে নিমন্ত্রণ কার্ড সংগ্রহ করলেও তিনি খুশী হতে পারেন না। উল্টো তিনি অনুষ্ঠানে যাওয়ার পোশাক ও অলঙ্কার নেই বলে দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। উদ্দীপকে এর বিপরীত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। দারিদ্র্যতায় কোনো লজ্জা নেই, সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে দারিদ্র্যতাকে মোকাবেলা করা উচিত— উদ্দীপকে মূলত এই ভাবনাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই দারিদ্র্যতার কারণে মাদাম লোইসেলের মধ্যে লজ্জা ও দুঃখবোধ থাকলেও উদ্দীপকে বিপরীত ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

**ঘ** 'নেকলেস' গল্পের পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপকের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক।

গল্পে সাধ্যাতীত প্রত্যাশা ও তার বিষাদময় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্র্যের শিক্ষণীয় দিককেও তুলে ধরা হয়েছে গল্পে। কেরানির ঘরে জন্মগ্রহণ ও কেরানির সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় মাদাম লোইসেলের মনে কোনো আনন্দ ছিলো না। সৌন্দর্যের মূল্যায়ন না হওয়ায় তিনি দুঃখী ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার দামি-দামি আসবাবশোভিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাড়ি থাকবে, থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক দাস-দাসী। সুন্দর সুন্দর ফ্রক ও গয়না থাকবে তার। কিন্তু কেরানির সংসারে এগুলো পাওয়া তার জন্য সম্ভব ছিলো না। বান্ধবীর হীরার হার হারিয়ে গেলে পরিবারে এক বিপর্যয় নেমে আসে। ঋণ করে লোইসেল দম্পতি হার ফেরত দেন। এ ঋণ শোধ করার জন্য তাদের দশ বছর কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়।

উদ্দীপকে দারিদ্র্য, দুর্বিপাকের আবির্ভাবে জীবনের করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। দারিদ্র্যে কোন লজ্জাবোধ থাকা উচিত নয়। মাথা উঁচু করে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। দারিদ্র্যে নিপতিত হলে আপনজনও পরের মতো আচরণ করে। এ সময় ভেঙে না পড়ে ধৈর্যের সঙ্গে দারিদ্র্যকে জয় করার চেষ্টা করা উচিত। সংকোচিত না হয়ে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে দারিদ্র্যের মোকাবেলার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সুখ লাভ করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে দারিদ্র্যতার মুখোমুখি হওয়ার যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, গল্পে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। গল্পের প্রথম ভাগে মাদাম লোইসেলের দারিদ্র্যতাজনিত দুঃখবোধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনের প্রত্যাশার কথা বর্ণনা করা হলেও, গল্পের শেষভাগে হার হারানোর পরে তিনি এক রূপান্তরিত মানুষে পরিণত হন। ঋণ করে লোইসেল দম্পতি হার কিনে ফেরত দেন। ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে মাদাম লোইসেল চরিত্রে রূপান্তর ঘটে। পূর্বের কল্পনাবিলাস ও দুঃখবোধ দূরীভূত হয়। সকল লজ্জা-সংকোচ ভুলে পরিশ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। সাহসের সঙ্গে তিনি দারিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কম খরচের বাসা নেওয়া, দাসী বিদায় করে দেওয়া, নিজ হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করা প্রভৃতি তার চরিত্রে রূপান্তরের প্রমাণ। লজ্জা-সংকোচ ভুলে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে দারিদ্র্যের মোকাবেলা করা- উদ্দীপকের এই নির্দেশনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় মাদাম লোইসেল চরিত্রে। তাই গল্পের পরিণতির প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক।

**প্রশ্ন ▶ ১২** সুমনা দরিদ্র ঘরের মেধাবী শিক্ষার্থী। তার বান্ধবী টিনা উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে। ধনী বান্ধবীর দামি জিনিসপত্র দেখে সুমনার মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। কিন্তু সুমনা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ও লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে। সে উপলব্ধি করে অন্যের দামি জিনিসপত্রের চেয়ে নিজের স্বল্পমূল্যের জিনিসই বেশি মূল্যবান।

*[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. মাদাম লোইসেলের স্বামীর পেশা কী? ১

খ. মাদাম লোইসেল ও তার স্বামী কীভাবে ঋণ শোধ করে? ২

গ. উদ্দীপকের সুমনার সাথে 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের বৈসাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের মানসিকতা সুমনার মতো হলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** মাদাম লোইসেলের স্বামী পেশায় ছিল শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য একজন কেরানি।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** নিজের সাধ্য অনুসারে খুশি থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের সুমনা 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের দামি পোশাক, গয়না নেই। সে গরিব কেরানির স্ত্রী। কিন্তু সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক ও দামি গয়না পরার বাসনা ছিল লোইসেলের মনে। সে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বান্ধবীর গয়না ধার করে পরতে গিয়ে ঘটনাক্রমে দুর্দশায় পড়েছিল।

উদ্দীপকের সুমনা বান্ধবীদের দামি জিনিসপত্রে নিজেকে সাজানোর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। নিজে গরিব বলে তার মনে কষ্ট আছে ঠিকই কিন্তু অন্যের সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে আচ্ছন্ন করে না। সে তার স্বল্পমূল্যের জিনিসপত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সে মনে করে নিজের যা আছে তার কাছে সেগুলোই মূল্যবান সম্পদ। এ চিন্তা সুমনাকে 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের থেকে আলাদা করেছে। কেননা লোইসেল গরিব হয়ে অন্যের গয়না পরে নিজেকে সুসজ্জিত করেছে। এটি করতে গিয়ে সে বিপদেও পড়েছে, যা সুমনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সুমনা 'নেকলেস' গল্পের লোইসেল থেকে ভিন্ন একটি চরিত্রের মেয়ে।

**ঘ** 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের মানসিকতা উদ্দীপকের সুমনার মতো হলে তাকে বিপদে পড়তে হতো না।

'নেকলেস' গল্পের লোইসেল গরিব কেরানির স্ত্রী। তার দামি গয়না কেনার সামর্থ্য না থাকলেও তা পরার সাধ আছে। সে বান্ধবীর গয়না ধার করে পরে আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে তা হারিয়ে ফেলেছে। এই ঘটনার ফলে তার জীবনে ভয়াবহ দুর্দশা নেমে এসেছিল। নিজের যা আছে তাই পরে অনুষ্ঠানে গেলে তাকে এমন দুর্দশায় পড়তে হতো না।

উদ্দীপকের সুমনা এ বিষয়টির বিকল্প উদাহরণ হতে পারে। সুমনা দরিদ্র ঘরের মেয়ে। সে অন্যদের ধনাঢ্য জীবনযাপন দেখে হতাশ হয়। সে ইচ্ছা করলে তার উচ্চবিত্ত বান্ধবীর কাছ থেকে কিছু দামি জিনিস নিতে পারে। কিন্তু সুমনা নিজের যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকে। অন্যের সম্পদের প্রতি তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। তার নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ও লেখাপড়ার স্পৃহা তাকে সুখী রাখে।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল বান্ধবীর কাছ থেকে ধার নেয়া হিরার হারটি হারিয়ে ফেলেছিল। পরবর্তীতে এই হারটির টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তাদের নিদারুণ দরিদ্রতাপূর্ণ জীবনযাপনের সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে কাটাতে হয় কষ্ট জর্জরিত দশটি বছর। উদ্দীপকের সুমনার মতো মানসিকতা যদি লোইসেলের চরিত্রে থাকত তাহলে তাকে বিপদে পড়তে হতো না। সে অন্যের গয়না ধার না করে নিজের যা আছে তা নিয়েই সুখী থাকত। এতে কষ্টের জীবনের পরিবর্তে লোইসেল পেত সুখী জীবন। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶ ১৩** চৈতীর পড়ালেখার প্রধান বাধা সীমাহীন দরিদ্র। অন্যের বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে ও সেলাইয়ের কাজ করে সে কোনোমতে পড়ালেখা চালিয়ে নিচ্ছে। তারই বন্ধু প্রীতি বিভিন্ন রকম পোশাক ও সামাজিক আমোদে মেতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে প্রীতি চৈতীকে অর্থ কিংবা পোশাক দিয়ে সহযোগিতা করতে চাইলেও চৈতী তা নেয় না। নিজের দারিদ্র্যে চৈতীর মনে কোনো দুঃখবোধ কাজ করে না। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. লোইসেলের কাছে বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত কত ফ্রাঁ ছিল? ১

খ. 'বিরক্ত, দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে সে কাঁদত'— কে, কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রীতি 'নেকলেস' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চৈতী এবং 'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিপ্রতীপ।"— তোমার মতামত দাও। ৪

### ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** লোইসেলের কাছে বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল।

**খ** সহপাঠিনী ধনী বান্ধবীর ঐশ্বর্য দেখে কষ্ট পেতো বলে মাদাম লোইসেল বিরক্ত, দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে কাঁদত।

মাদাম লোইসেল ছিল সুখ ও ঐশ্বর্যপ্রিয়। অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সে দুঃখ পেত। সামান্য কেরানির স্বামী তার সকল চাহিদা পূরণে অক্ষম বলে সে রীতিমত বিরক্ত ও হতাশ। বান্ধবী ধনী হওয়ায় সে তার কাছে দেখা করতে যেতে চাইত না এই ভেবে যে, এতে সে শুধু কষ্ট পাবে। তাইতো জীবনের এমন অপূর্ণতা থেকে মাদাম লোইসেল দুঃখ, নৈরাশ্যে সারাদিন ধরে কাঁদত।

**গ** উদ্দীপকের প্রীতি 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল চরিত্রের সাথে তুলনীয়।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদে থাকতে ইচ্ছুক। সে উচ্চাশার ভাবনায় বিভোর থাকে। উদ্দীপকের প্রীতিও সামাজিক আমোদে মেতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম পোশাক পরে। উদ্দীপকের প্রীতি আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সে নানারকম পোশাক পরিধান করে নিজেকে সাজিয়ে রাখে। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক আমোদেও মেতে থাকে প্রীতি। তার দরিদ্র বন্ধু চৈতিকে পোশাক দিয়ে সহযোগিতা করতে চায় সে। উদ্দীপকের এই প্রীতির সঙ্গে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের তুলনা করা যায়। মাদাম লোইসেল যদিও কেরানির স্ত্রী, তবুও তার উচ্চাশা ও ভাবনার অন্ত নেই। সুখ ও আভিজাত্যের আশায় সে বিভোর থাকে। সে প্রত্যাশা করে দামি পোশাক ও গহনার। তার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও এসবের স্বপ্নে সে ব্যাকুল থাকে। তাই তার জীবন হয়ে ওঠে বিরক্তিকর, হতাশাযুক্ত ও দুঃখবোধে পূর্ণ। উদ্দীপকের প্রীতির থেকে এ বৈশিষ্ট্যের মাদাম লোইসেল আলাদা চরিত্র বলা যায়। প্রীতি বন্ধু চৈতিকে যেমন পোশাক দিয়ে সহযোগিতা করতে চায় মাদাম লোইসেল উল্টো বান্ধবীর কাছে পোশাক ও গহনা ধার নিতে যায়। তুলনামূলকভাবে উদ্দীপকের প্রীতি চরিত্রকে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের চেয়ে উন্নত বলে প্রতীয়মান হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের চৈতী এবং 'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিপ্রতীপ বলেই বিবেচ্য।

'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা লোইসেল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বপ্ন বিলাসী প্রকৃতির। সে তার সাধ্য ও সামর্থের চেয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির প্রতি বেশি মনোযোগী বলে তার জীবন হয়েছে দুঃখবোধে আচ্ছন্ন ও বিপর্যস্ত। অন্যদিকে উদ্দীপকে চৈতী নিজের সামর্থের অতিরিক্ত প্রত্যাশী নয় বলে দুঃখবোধ ও না পাওয়ার বেদনা তার মাঝে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের চৈতী সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যেও লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়। অন্যের চাকচিক্য ও ধনে তার লোভ নেই। এ নিয়ে সে বিন্দুমাত্রও ভাবে না, আক্ষেপ করে না। বরং সে অন্যের বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে ও সেলাইয়ের কাজ করে লেখাপড়া চালায়। ধনী বন্ধু প্রীতি তাকে পোশাক দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেও সে তা গ্রহণ করে না। বন্ধুর পোশাক ও বিনোদনে মেতে থাকায় তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার এমন নির্লোভ ও অতি স্বপ্ন না থাকায় তার মাঝে দুঃখবোধ কাজ করে না।

'নেকলেস' গল্পের মাতিলদা লোইসেল উদ্দীপকের চৈতীর বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। সে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী হওয়া সত্ত্বেও তার জীবন দুঃখবোধে আচ্ছন্ন। এসবের কারণ হচ্ছে তার অতিরিক্ত উচ্চাশা, স্বপ্নচারিতা ও বিলাসী মনোভাব। মাতিলদার বিয়ে হয় সামান্য এক কেরানির সাথে। ফলে তার আভিজাত্যময় জীবনযাপনের স্বপ্নগুলো পূরণ হয় না। সে তার ধনী বান্ধবীদের দেখে কষ্টে দিনরাত কান্না করে। তাদের সামনে সে যেতে সংকোচ বোধ করে। তার ধারণা ছিল সুন্দর আলোকময়, আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত থাকবে বাসগৃহ। সেখানে থাকবে দামি সব আসবাবপত্র, মোটাসোটা গৃহ-ভৃত্য। সে মনে করেছে জগতের সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু তার জন্যই জন্ম হয়েছে। কিন্তু তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত। সে তার স্বামীকে বিভিন্ন জিনিসের আবদারে ব্যাকুল করে তোলে। স্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে স্বামীও নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে। বল নাচের অনুষ্ঠানে যেতে বান্ধবীর হীরার হার ও পোশাক ধার আনে মাতিলদা। সে হার হারিয়ে চরম বিপাকে পড়ে সে এবং তার স্বামী। বান্ধবীকে হার ফেরত দিতে দশ বছর সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে এ দম্পতি। ততদিনে উঠে যায় মাতিলদার সুন্দর দেহ, উচ্চাশা ও বেপরোয়া সব স্বপ্ন। নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা তার জীবনে বয়ে আনে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। উদ্দীপকের চৈতী দরিদ্র হলেও এমন বৈশিষ্ট্য ধারণ করেনি। বিধায়, সে মাতিলদা থেকে স্বতন্ত্র।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** পিয়াসা দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সাদামাটা পোশাকেই যায়। তার অনেক সহপাঠী জৌলুসপূর্ণ চাকচিক্য জীবন যাপন করে। তা দেখে কখনো কখনো কষ্ট লাগলেও, সে কখনো আফসোস করে না। সে মনে করে জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বিলাসব্যসনে মত্ত থাকার কোন মানে হয় না। কঠোর পরিশ্রম করে সে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। আজ পিয়াসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

*[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. মাদাম লোইসেলের স্বামী কোথায় চাকরি করতেন? ১

খ. মাদাম লোইসেলকে ফুল দিয়ে সাজতে বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের পিয়াসার সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের পরিণতি ভিন্নধারায় প্রবাহিত'— উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** মাদাম লোইসেলের স্বামী শিক্ষা পরিষদ অফিসে চাকরি করতেন।

**খ** দারিদ্র্যতার কারণে মি. লোইসেল মাদাম লোইসেলকে ফুল দিয়ে সাজতে বলেছেন।

'নেকলেস' গল্পে মি. লোইসেলের নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে। মি. লোইসেল ছিলেন শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানি। তার পক্ষে মাদাম লোইসেলকে দামি অলংকার কিনে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি বল নাচের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য মাদাম লোইসেলকে ফুল দিয়ে সাজতে বলেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকের পিয়াসার সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সমাজের সব মানুষ অবস্থাসম্পন্ন নয়। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। দরিদ্র জীবনে ভেঙে না পড়ে দরিদ্র্যতাকে উত্তরণ করার সংগ্রামে নিবেদিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পে এমন জীবন বৈচিত্র্যের কথা চিত্রিত হয়েছে।

উদ্দীপকের পিয়াসা ও 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল দুজনই দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। উদ্দীপকে দরিদ্র পরিবারের মেয়ে পিয়াসা সাদামাটা পোশাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। তার অনেক সহপাঠী জৌলুসময় চাকচিক্য

Teachingbd24.com

জীবন যাপন করে। তা দেখে পিয়াসা কখনো কখনো কষ্ট পায়। 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার পিতা ছিলেন নিম্ন আয়ের একজন কেরানি। স্বামীর অবস্থাও ছিল সে রকম। দারিদ্র্যের কারণে তার জীবনের প্রায় সব ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে যায়। সে তার ধনী বান্ধবীকে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়। তাই জীবনের দারিদ্র্যপূর্ণ দিকটিই উদ্দীপকের পিয়াসার সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরেছে।

**ঘ** দারিদ্র্যতার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও পিয়াসা ও মাদাম লোইসেলের পরিণতি ভিন্নধারায় প্রবাহিত। কারণ পিয়াসা কঠিন পরিশ্রমে দারিদ্র্যকে উত্তরণ করেছে। আর মাদাম লোইসেল বিলাসী জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

দুঃখ-দারিদ্র্যতা মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী। কঠোর সাধনায় দারিদ্র্যতাকে জয় করা যায়। যারা বিনা পরিশ্রমে বিলাসী জীবনের প্রত্যাশা করে এবং কঠিন বাস্তবতাকে মেনে না নেয় তারা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়। এমন বাস্তবতা উদ্দীপক ও 'নেকলেস' গল্পে ধারণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের পিয়াসা দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। কিন্তু এ নিয়ে সে হীনমন্যতায় ভোগে না। সে মনে করে জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বিলাসবসনে মত্ত থাকার কোনো মানে হয় না। সে কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল সব সময় স্বপ্ন দেখতো আয়েশি জীবনযাপনের। আর অন্যের জৌলুসপূর্ণ জীবনের সঙ্গে তুলনা করে নিজের দারিদ্র্যতা নিয়ে সব সময় হতাশ ও ব্যথিত থাকতো।

দারিদ্র্যতার দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মানসিকতার পার্থক্য পিয়াসা ও মাদাম লোইসেলের জীবনকে দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে। পিয়াসা জৌলুসপূর্ণ চাকচিক্যময় জীবন না পাওয়ার দুঃখে ভেঙে না পড়ে নিজের জীবন নিজেই গড়ে নিয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকে পরিণত হয়। কিন্তু মাদাম লোইসেল উচ্চাভিলাসী চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে নিজের জীবনকে নিরানন্দ ও নির্জীব করে তোলে। ধার করা হীরার নেকলেসে নিজেকে সজ্জিত করে এক সময় তা হারিয়ে ফেলে নিজেকে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইতিবাচক মানসিকতার শক্তিতে পিয়াসা হয়েছে জীবনে সফল। আর মাদাম লোইসেল নেতিবাচক মানসিকতায় নিমজ্জিত হয়েছে করুণ দুঃখময় জীবনে। ঘটনার এমন চাক্ষুস বাস্তবতায় মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** রাজন নামকরা কোম্পানির হিসাব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে কোম্পানির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দক্ষ রাজনের চাকরি পেতে খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু তার পূর্বের কোম্পানি থেকে তার নামে চার লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে পরিশোধ করার রায় হয়েছে। অভাবের সংসারে রাত-দিন পরিশ্রম করে রাজন ও তার স্ত্রী উভয়ে মিলে অসাধ্যকে সাধন করে।

*[নেত্রকোনা সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. দীর্ঘদিন পর মাদাম ফোরস্টিয়ারের সাথে মাদাম লোইসেলের কোথায় দেখা হয়েছিল? ১

খ. বাসায় ফিরে মাদাম লোইসেল আর্তনাদ করে উঠল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রাজনের সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের পাত্র-পাত্রী যেন মাদাম লোইসেল ও তার স্বামীর মানসিকতার প্রতিচ্ছবি।' — মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** দীর্ঘদিন পর মাদাম ফোরসিটিয়ারের সাথে মাদাম লোইসেলের চামপস্-এলিসিস-এ দেখা হয়েছিল।

**খ** গলায় হীরার হারটি দেখতে না পেয়ে মাদাম লোইসেল বাসায় ফিরে আর্তনাদ করে উঠল।

বল নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার আগে মাদাম লোইসেল তার বান্ধবীর হীরার হারটি ধার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হারটি হারিয়ে যায়। বাসায় গিয়ে চাদর সরিয়ে যখন তার গলার দিকে নজর যায় তখন খালি গলা দেখে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন।

**গ** অনিচ্ছাকৃত বড় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপকের রাজনের সাথে 'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্য রয়েছে।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী ছিলেন। তার জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। বল নৃত্যের অনুষ্ঠানে আনন্দ আয়োজন উপভোগ করতে গিয়ে বান্ধবীর হীরের নকল গয়না হারিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে মোটা অংকের ঋণের ঘানি টানতে হয়েছে। উদ্দীপকের রাজনকেও মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে তার পূর্বের কোম্পানিকে চার লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে।

উদ্দীপকে রাজন একটি স্বনামধন্য কোম্পানির হিসাব বিভাগের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে কোম্পানির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। শুধু তাই-ই নয়, তার বিরুদ্ধে কোম্পানির অর্থ আত্মসাতের মামলা করে। অবশেষে মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে রায় তার বিরুদ্ধে যায় এবং তাকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 'নেকলেস' গল্পেও আমরা অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাই। এ গল্পে মাদাম লোইসেল বল নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার জন্য তার বান্ধবীর হীরার হারটি ধার নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি হারিয়ে যায়। ফলে এ হারের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে তার ও তার স্বামীকে মোটা অংকের ঋণের ঘানি টানতে হয়। এদিক থেকে উদ্দীপকের রাজনের সাথে আলোচ্য গল্পের মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের পাত্র-পাত্রী যেন মাদাম লোইসেল ও তার স্বামীর মানসিকতার প্রতিচ্ছবি— মন্তব্যটি যথার্থ।

লোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। 'নেকলেস' গল্পে আমরা এর প্রমাণ পাই। এ গল্পের মাদাম লোইসেল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী। তিনি সর্বদা বিলাসী জীবনভোগে উদগ্রীব ও অধীর থাকেন। তার এ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিলাসী মনোভাবের জন্য তাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়।

উদ্দীপকের রাজন নামকরা কোম্পানির হিসাব বিভাগের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোম্পানির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে এবং তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। কোম্পানি তার বিরুদ্ধে চার লক্ষ টাকা আত্মসাতের মামলা করে। কিন্তু মামলায় মিথ্যে সাক্ষ্যের কারণে মামলার রায় তার বিপক্ষে যায়। ফলে সে চার লক্ষ টাকা কোম্পানিকে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। অভাবের সংসারে রাত-দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রাজন ও তার স্ত্রী এই মোটা অংকের টাকা জোগাড় করেন।

'নেকলেস' গল্পের মাদাম লোইসেল অপূর্ব সুন্দরী তরুণী হওয়াতে তার মনে সর্বদা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিরাজ করতো। বল নৃত্যের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সে তার বান্ধবীর নিকট থেকে হীরের হার ধার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি হারিয়ে যায়। তখন সে নতুন একটি হীরের হার কিনে তার বান্ধবীকে ফেরত দেয়। কিন্তু এ হীরের হারের জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে মাদাম লোইসেল ও তার স্বামীকে মোটা অংকের ঋণের বোঝা বইতে হয়েছে। দীর্ঘ দশ বছর তারা কঠোর পরিশ্রম করে ঋণের টাকা পরিশোধ করে। আমানতের খেয়ানত না করে তারা সততা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। উদ্দীপকের রাজনকে মিথ্যে মামলায় ফেঁসে গিয়ে চার লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে। হতাশায় ভেঙে না পড়ে রাজন ও তার স্ত্রী দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এ অর্থ জোগাড় করেছে। তারাও আলোচ্য গল্পের মাদাম লোইসেল ও তার স্বামীর মতো সততা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাজন ও তার স্ত্রী যেন আলোচ্য গল্পের মাদাম লোইসেল ও তার স্বামীর মানসিকতার প্রতিচ্ছবি।

Teachingbd24.com